

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

335259 - কটে যদি কোনে কিছু দেখে বমিগুধ হয় সে যখনই তা দেখবে তখনই কি পুনঃপুন বরকতরে দোয়া হবে?

প্রশ্ন

যদি আমি কোনে কিছু দেখে মুগুধ হই সেক্ষেত্রে যতবার আমি দেখি ততবারই কি আমাকে 'আল্লাহুম্মা বারকি' (হে আল্লাহ! বরকত দনি) বলতে হবে? নাকি প্রথমবার 'আল্লাহুম্মা বারকি' বলাই যথেষ্ট? কোনে বার যদি না বলি সেক্ষেত্রে কি আমি গুনাহগার হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমি ব্যক্তিকে নরিদশে দিয়েছেন সে যদি তার মুসলমি ভাইদের কোনে কিছু দেখে বমিগুধ হয় সে যেনে তাদের জন্য বরকতরে দোয়া করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“যদি তোমাদের কটে তার ভাইয়েরে কিছু দেখে বমিগুধ হয় সে যেনে তার জন্য বরকতরে দোয়া করে”। [মুয়াত্তা মালকে (২/৯৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৫/৩৫৫) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫০৯)]

নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটৌনঃপুনকিতার অর্থ নরিদশে করে কনি— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রে স্থরীকৃত সূত্র হলো: যদি নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটৌনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো থেকে মুক্ত হয় তাহলে তা পটৌনঃপুনকিতা দাবী করে না।

শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আস-শানক্বতি বলেন:

“ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেন। তিনি বলেন: হে লোকসকল! আল্লাহ তমোদের উপর হজ্জ ফরয

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর। তখন এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর? তিনি চুপ করে থাকলেন। লোকটি কথাটি তিনিবার বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি আমি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরয হয়ে যাবে; কিন্তু তোমরা পালন করতে পারবে না। এরপর বললেন: আমি যবে বিষয়টি এড়িয়ে যাই তোমরাও সটোক এড়িয়ে যাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের অধিক প্রশ্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতভেদে করে ধ্বংস হয়েছে। যখন আমি তোমাদেরকে কোন নরিদশে দই তখন তোমরা যতটুকু পার সটো পালন কর। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু থেকে নিষেধ করি তখন সটো বর্জন কর। [সমাপ্ত]

এই হাদিসের প্রমাণবহু কথাটুকু হল: “হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর।” অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিমও সংকলন করছেন। এই হাদিস দিয়ে দলিল দোয়া হয় যে, পটৌপুনিকিতার লক্ষণমুক্ত নরিদশে পটৌপুনিকিতা দাবী করে না; যমেনটি উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রেরে স্থায়ীকৃত।” [আযওয়াউল বায়ান (৫/৭৪) থেকে সমাপ্ত]

তবে যদি পটৌপুনিকিতার লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তাহলে এই লক্ষণগুলোর আলোকে পটৌপুনিকিতা অনবির্ষ হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে যদি নরিদশেকে কোন শরত এবং নরিদশেটিকে অনবির্ষকারী কোন হতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সক্ষেত্রে শরয়িতদাতার প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে শরয়ি হতৌ পাওয়া গেলেই নরিদশেতি কর্মটির পুনরাবৃত্তি করা।

ইবনুল লাহ্হাম (রহঃ) বলেন:

“শরয়িতপ্রণতো প্রজ্ঞাবান; তার ক্ষত্রে স্বেবরিদেখতি নাজায়যে। তাই তিনি যখন কোন বধিান দনে এবং সেই বধিানকে কোন হতের সাথে সম্পৃক্ত করেনে তখন আমরা জানতে পারি যবে, যখনই ঐ হতৌটি পাওয়া যাবে তখনই তিনি এই বধিানটি আরোপ করেনে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।” [আল-কাওয়াদে ওয়াল ফাওয়াদে আল-উসুলিয়্যাহ (পৃষ্ঠা-২৪০) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববর্তী হাদিসে বরকতেরে দোয়া করার নরিদশেকে বমিগ্ধতার অস্তিত্বেরে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর দাবী হচ্ছে পুনঃপুন দখোর মাধ্যমে বমিগ্ধতা অর্জতি হলে পুনঃপুন দোয়া করা।

দুই:

পক্ষান্তরে যবে ব্যক্তি বরকতেরে দোয়া করেনি; বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হয় সটো হলো দৃষ্টদিনকারীর দুটো অবস্থা:

১। সবে ব্যক্তি শিক্তশিলী বমিগ্ধতার গুণধারী হওয়া। যার ফলে সবে তার ভাইকে বদনযরে আক্রান্ত করার ভয় করে। এমনটি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হলে তার উপর বরকতের দোয়া করা ওয়াজবি। যহেতু মুসলমি ভাইদের অনষ্টি করা থেকে বরিত থাকা একজন মুসলমিরে উপর আবশ্যিক।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন:

“যদি কোন নযরদানকারী তার দৃষ্টির দ্বারা ক্ষতি করা ও দৃষ্টি প্রদত্ত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করার আশংকা করে তাহলে সে যনে **اللهم بارك عليه** (হে আল্লাহ তাকে বরকতময় করুন) বলার মাধ্যমে তার ক্ষতিকে প্রতহিত করে। যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরে বনি রাবীআ’কে বলছেলিনে যখন তিনি সাহল বনি হানীফকে নযরগ্রস্ত করছেলিনে: তুমি যদি ‘আল্লাহুম্মা বারকি আলাইহি’ বলতে।” [যাদুল মাআ’দ (৪/১৫৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) এটি বলা ওয়াজবি বলছেন; তিনি বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: **أَلَا بَرَكْتُ** (তুমি বরকতেরে দোয়া করতেরে) প্রমাণ করে যেরে, যদি নযরদানকারী ব্যক্তি বরকতেরে দোয়া করে তাহলে তার নযর ক্ষতি করে না ও সীমা অতিক্রম করে না। বরঞ্চ যখন ব্যক্তি বরকতেরে দোয়া করে না তখন নযর সীমা অতিক্রম করে। তাই প্রত্যকে যেরে ব্যক্তি কোনে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় তার উপর ওয়াজবি বরকতেরে দোয়া করা। কারণ সেরে যখন বরকতেরে দোয়া করে তখন সেরে অনষ্টিকে প্রতহিত করে; এর ব্যত্য়য় ঘটে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ [আত্-তামহীদ (৬/২৪০-২৪১) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসরিগ্রন্থে (১১/৪০১) ইবনে আব্দুল বাররকে অনুসরণ করেছেন, অনুরূপভাবে ইবনুল মুলাক্কনিও ‘আত্-তাওয়হি’ গ্রন্থে (২৭/৪০১) এই মত উল্লেখ করেছেন।

২। যদি ব্যক্তি নযর লাগানেরে জন্য প্রসদিধ না হয়, নজিরে থেকে ক্ষতির কোনে ভয় না করে, নযরেরে মাধ্যমে তার ভাইকে ক্ষতগ্রিস্ত করার আশংকা না করে তদুপরি বরকতেরে দোয়া করা শরয়ি বিধান। যহেতু এটি তার ভাইদেরে প্রতহি ইহসান। তবে এই অবস্থায় বরকতেরে দোয়া করাকে কটে ওয়াজবি বলছেন মরম্মে আমরা পাইনি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।